HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০১ ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা
টপিক ০২: মানব বসতির বিভিন্নতা
টপিক ০৩: বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি
টপিক ০৪: বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ
টপিক ০৫: বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৬: বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার
টপিক ০৭: বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৮: বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৯: বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ
টপিক ১০: বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১১: নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান
টপিক ১২: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

বসতির সংজ্ঞা (Definition of Settlement)

বসতি বলতে শুধু ঘরবাড়িকে বোঝানো হয় না বরং ভূগোলে বসতি বা Settlement ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানব বসতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলো-

* "স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নির্মিত আবাসস্থলকে বসতি বলা হয়।"- ব্রিটিশ ভূগোলবিদ নিল রবার্ট স্মিথ।

* "প্রয়োজনের নিমিত্তে কোনো স্থানে এক বা একাধিক মানুষ যখন বসবাস করতে শুরু করে, তখন তাকে বসতি বলে"- ফরাসি ভূগোলবিদ জোঁ ভ্যানিয়ার।

* "বসতি হলো সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের সার্বিক গঠন বা দৃশ্যমান রূপ।"- আমেরিকান ভূগোলবিদ টেরি জি. জর্ডান।

* "বসতি বলতে এক বা একাধিক আবাসস্থল, জমি, পথ-ঘাট, পার্ক বা বাগান হিসাবে ব্যবহৃত খোলা জায়গাসহ বসবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রপণ্যকে (Phenomena) বুঝায়।"- আমেরিকান ভূগোলবিদ অধ্যাপক জন বুকানন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যেতে পারে যে- কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রকৃতির বুকে যে অবয়ব তৈরি করে তাকে বসতি বা Settlement বলে।

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতি (Geographical Environment and Settlement)

মানুষ সবসময় তার পছন্দমতো জায়গায় বসতি স্থাপন করতে পারে না। কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করতে হলে অবশ্যই সেই স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ অনুকূলে থাকতে হবে। এই উভয় প্রকার পরিবেশ কোনো স্থানে মানব বসতি স্থাপনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

যে সমস্ত ভৌগোলিক পরিবেশ মানব বসতি স্থাপনে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ-

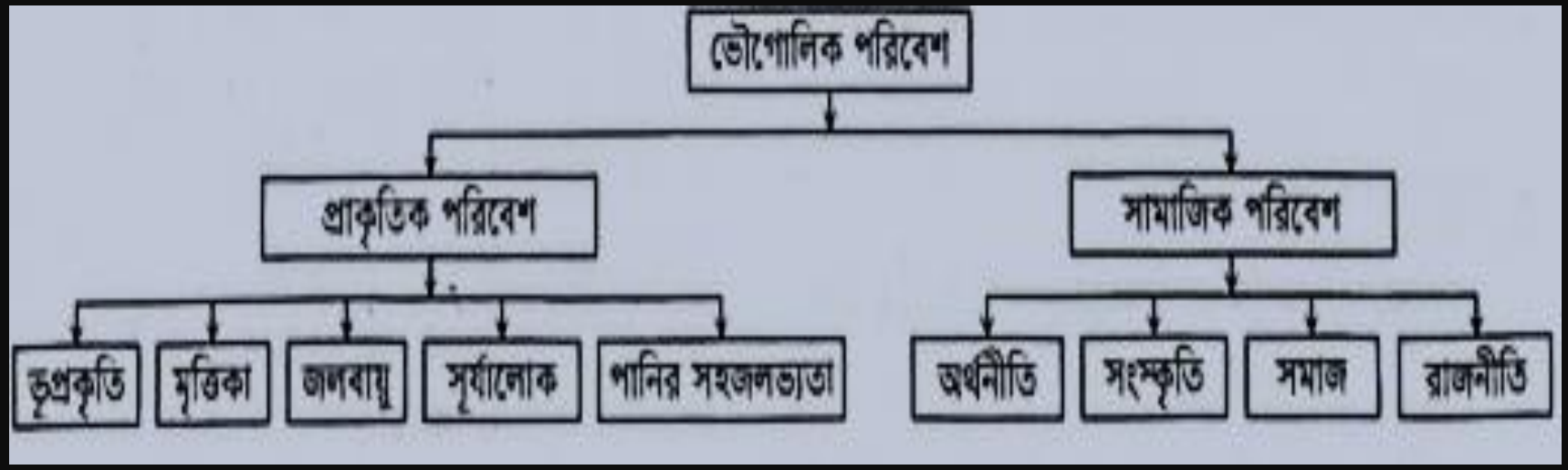

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

প্রাকৃতিক পরিবেশ: প্রাকৃতিক পরিবেশ মানব বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করতে হলে অবশ্যই সে স্থানের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, পানির সহজলভ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয়। নিচে এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো

ক. ভূপ্রকৃতি: বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রথমে যে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হয় সেটি হচ্ছে ভূপ্রকৃতি। সমতল ভূমি অপেক্ষা পাহাড়ি ও বন্ধুর অঞ্চলে জীবনযাত্রা যথেষ্ট কষ্টদায়ক বলে মানুষ বসতি স্থাপনে সমতল ভূমিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। যেমন; ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

খ. মৃত্তিকা: উর্বর মাটিতে কৃষিকাজ ভালো হয়। ভালো ফসল জন্মে। বালুকাময়, পাহাড়ি বা অনুর্বর মাটিতে ভালো ফসল জন্মে না। এজন্য অনুর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল অপেক্ষা উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে অধিক বসতি গড়ে ওঠে। যেমন- নদী তীরবর্তী পলল মৃত্তিকাবিশিষ্ট অঞ্চল।

গ. জলবায়ু: যে সমস্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত সূর্যতাপ পাওয়া যায় ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় সেসব জায়গা বসবাসের অনুকূল। এরূপ স্থানে কৃষির বিস্তার ঘটে। ফলে অধিক বসতি গড়ে ওঠে। যেমন: মৌসুমি, নাতিশীতোষ্ণ ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল। পক্ষান্তরে, দুর্গম মরু বা মেরু অঞ্চল অথবা অধিক তাপ বা শৈত্যপ্রবাহবিশিষ্ট অঞ্চলে বসবাস কষ্টসাধ্য বলে কম বসতি গড়ে ওঠে।

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

ঘ. সূর্যালোক: যে সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনের অধিক বা কম মাত্রায় সূর্যের আলো পড়ে, সে সমস্ত অঞ্চলে ভালো কৃষিকাজ করা যায় না। এ কারণে মরু বা মেরু অঞ্চল অপেক্ষা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক বসতি স্থাপিত হয়।

ঙ. পানির সহজলভ্যতা: দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রাচীনকাল থেকেই পানির উৎসের কাছে বা পানির উৎসকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠেছে। যেমন- বিভিন্ন দেশের নদী তীরবর্তী অঞ্চলের বসতি। যে সমস্ত অঞ্চলে পানির সহজলভ্যতা কম, সে সমস্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম বসতি স্থাপিত হয়। যেমন: সাহারা মরুভূমি বা তুন্দ্রা অঞ্চল।

চিত্র-৩.১: বসতি গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক নিয়ামক

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

সামাজিক পরিবেশ: প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষ যখন নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করে নতুন পরিবেশ তৈরি করে তখন তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে। মানব বসতি নির্মাণে সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন-

ক. অর্থনীতি: যে সমস্ত এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় অথবা কাজের ভালো ক্ষেত্র আছে, সেখানে অধিক বসতি গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, কাজের ভালো ক্ষেত্র না থাকলে অথবা অর্থ আয়ের উৎস কম থাকলে সেখানে মানুষ বসবাস করতে উৎসাহী হয় না বলে কম বসতি গড়ে ওঠে।

খ. সংস্কৃতি: একই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ একত্রে বসবাস করতে চায়। এজন্য পাহাড়ি উপজাতিরা এক জায়গায়, সমতলের অধিবাসীরা অন্য জায়গায় বসতি স্থাপন করতে চায়। বিশ্বের সর্বত্রই একই সংস্কৃতির লোক এক জায়গায় বসতি স্থাপন করে থাকে।

গ. সমাজ: একই সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ একত্রে বসবাসের জন্য পৃথক বসতি গড়ে তোলে। যেমন; শহুরে সমাজের দরিদ্র শ্রেণি নগরে বস্তি গড়ে তোলে।

ঘ. রাজনীতি: রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় বসতির স্থান পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন বসতি তৈরি হয়। যেমন-সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ইসরাইল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে জোরপূর্বক বসতি নির্মাণ। আবার মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে (বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে) কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা জাতি

ভৌগোলিক পরিবেশ ও বসতির ভিন্নতা

কর্তৃক বসতি স্থাপন। তবে রাজনৈতিক কারণে বসতি স্থাপনজনিত সমস্যা রাজনেতিকভাবে সমাধান করা যায়।

যেমন- রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের আলোচনা ফলপ্রসু হলে কক্সবাজারের বসতি স্থাপনজনিত সমস্যা সমাধান করা যাবে।

উপরে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত কারণ, ব্যক্তিগত পছন্দ, সম্পদজনিত কারণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০২ মানব বসতির বিভিন্নতা

মানব বসতির বিভিন্নতা

This Topic is important for

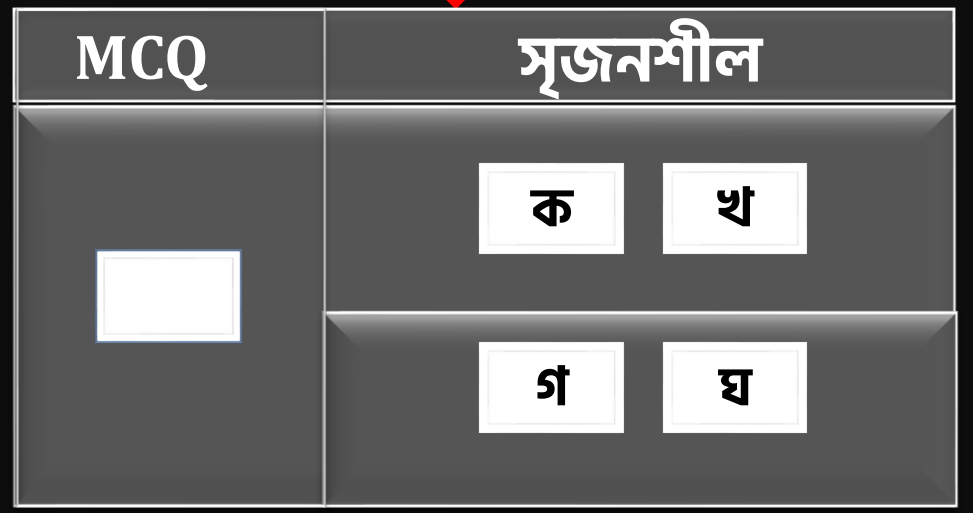

মানব বসতির বিভিন্নতা

দেশ ও অঞ্চলভেদে মানব বসতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এ কারণে বসতির শ্রেণিবিভাগ করা বেশ জটিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কতিপয় প্রখ্যাত ভূগোলবিদ যেমন- ফ্রান্সের ভিডাল ডি লা ব্লাশ, জার্মানির ওয়াল্টার ক্রিস্টলার, ভারতের জ্যোতির্ময় সেন, বাংলাদেশের আব্দুল বাকী এবং সাবিহা সুলতানা প্রমুখ ভূগোলবিদ বসতির শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল বাকী প্রদত্ত বসতির শ্রেণিবিভাগ এখানে উল্লেখ করা হলো:-

ক. স্থিতিকাল অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: কত দিন স্থায়ী হবে, এর ওপর ভিত্তি করে বসতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ক্ষণস্থায়ী বসতি: যে বসতি বছরের খুব অল্পসময় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ক্ষণস্থায়ী বসতি বলে। এই ধরনের বসতি বর্তমান সময়ে দেখা যায় না। প্রাচীন খাদ্য সংগ্রহের যুগে এশিয়া মাইনরে এরূপ বসতির প্রাধান্য ছিল।

মানব বসতির বিভিন্নতা

২. অস্থায়ী বসতি: এক সময় মানুষ কৃষিকাজ জানতো না। তখন শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করা ছিল বেঁচে থাকার প্রধানতম অবলম্বন। এ সময় মানুষ যেখানে শিকার বা খাবার পাওয়া যেত, সেখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে বসতি নির্মাণ করত। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত খাবার শেষ হয়ে গেলে তারা নতুন কোনো স্থানে পুনরায় বসতি স্থাপন করত। এ ধরনের বসতিকে অস্থায়ী বসতি বলে। মরু অঞ্চলে বেদুঈন, মেরু অঞ্চলে এস্কিমো, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের বসতি নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৩. স্থায়ী বসতি: অনেক বছর ধরে যে সমস্ত বসতি টিকে থাকে তাকে স্থায়ী বসতি বলে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ বসতি স্থায়ী বসতির আওতাভুক্ত। যেমন- ঢাকা শহরের বসতি।

খ. অবস্থান অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: বসতি কোথায় অবস্থিত, তার ওপর ভিত্তি করে একে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১. জলাশয় বসতি: কোনো বড় জলাশয় (যেমন- নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি) এর তীরবর্তী এলাকায় যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে জলাশয় বসতি বলে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের প্রায় সকল বৃহত্তর জেলা শহরগুলোর (যেমন- শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী নারায়ণগঞ্জ) বসতি।

মানব বসতির বিভিন্নতা

২. পাহাড়ি বসতি: পাহাড়ি অঞ্চলে কোনো বসতি গড়ে উঠলে তাকে পাহাড়ি বসতি বলে। এ ধরনের বসতির সংখ্যা পৃথিবীতে কম। আমাদের দেশের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, ভারতের দার্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ি বসতির উদাহরণ।

৩. সমতল বসতি: সমতল ভূমিতে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে সমতল বসতি বলে। জীবনযাপন সহজ বলে পৃথিবীতে এই ধরনের বসতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যেমন- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির বসতি।

গ. আকৃতি অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: আকার অনুসারে বসতিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. দণ্ডবসতি: যাতায়াতের সুবিধার্থে যখন কোনো বসতি নদী বা রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে তখন তাকে দণ্ডবসতি বলে। যেমন- নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার পৌরসভার বসতি।

২. সমকোণী বা স্থূলকোণী বসতি: যে স্থানে দুই বা তিনটি রাস্তা পরস্পরের সাথে সমকোণে বা ইংরেজি 'Y' আকারে মিলিত হয়, তখন সেখানে গড়ে ওঠা বসতি হচ্ছে সমকোণী বা স্থূলকোণী বসতি। যেমন- ময়মনসিংহের সদর পৌরসভার বসতি।

মানব বসতির বিভিন্নতা

চিত্র-৩.২: আকৃতি অনুসারে বসতি

মানব বসতির বিভিন্নতা

৩. চৌমাথা বসতি: দুটি রাস্তা পরস্পরকে ছেদ করলে ঐ সংযোগস্থলে গড়ে ওঠা বসতিকে চৌমাথা বসতি বলে। শহর অঞ্চলে এই বসতি বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন- ঢাকার মালিবাগ, গাজীপুরের জয়দেবপুর।

৪. বৃত্ত বসতি: মূলত নিরাপত্তার কারণে কোনো একটি নিরাপদ ঘাঁটি বা স্থানকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে বৃত্তাকার বসতি বলে। বাংলাদেশের চরাঞ্চলে এখনও এরূপ কিছু বসতি দেখা যায়। যেমন- শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ।

ঘ. বিন্যাস অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: বসতির বিন্যাস অর্থাৎ এর বাহ্যিক রূপের (out look) ওপর ভিত্তি করে বসতি পাঁচ প্রকার। যথা-

১.সারিবদ্ধ বসতি: যখন নদী বা প্রশস্ত সড়কের দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে কোনো বসতি গড়ে ওঠে তখন তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। যেমন- মৌলভীবাজার শহরে মনু নদীর তীরবর্তী বসতি।

২. অনুকেন্দ্রিক বসতি: কোনো একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে বৃত্তাকারে কোনো বসতি গড়ে ওঠলে তাকে অনুকেন্দ্রিক বসতি বলে। ভারতের গয়া, কাশী; সৌদি আরবের মক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়।

মানব বসতির বিভিন্নতা

৩. সংঘবদ্ধ বসতি: যখন একটি স্থানে অনেকগুলো পরিবার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বসবাস করে তখন তাকে সংঘবদ্ধ বসতি বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়।

৪. বিক্ষিপ্ত বসতি: কোনো বসতির মধ্যে কৃষিভূমি, বড় উন্মুক্ত জলাশয়, বনভূমি প্রভৃতির বাধা থাকলে সেখানে একটি পরিবার অন্যটি থেকে দূরে অবস্থান করে। এই ধরনের বসতিকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খামার বসতি এই ধরনের বসতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫. বিচ্ছিন্ন বসতি: কোনো অঞ্চলে বসতিগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো বিন্যাস লাভ না করে এলোমেলোভাবে গড়ে উঠলে তাকে বিচ্ছিন্ন বসতি বলে। আমাদের দেশে পাহাড়ি ও হাওর অঞ্চলে এই ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়।

ঙ. পেশা অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: অধিবাসীদের পেশা বা জীবিকার ওপর ভিত্তি করে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে পেশাভিত্তিক বসতি বলে। এক্ষেত্রে একই পেশার মানুষজন একত্রে বসবাস করতে পছন্দ করে। যেমন- কৃষক, কুমোর, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি পেশার লোকজন স্বতন্ত্র বসতি গড়ে তোলে। বাংলাদেশের পদ্মা নদীর তীরে বড় বড় জেলে গ্রাম দেখা যায়।

মানব বসতির বিভিন্নতা

চ. জনসংখ্যার আকার অনুসারে বসতির শ্রেণিবিভাগ: কোন বসতিতে কতজন মানুষ বসবাস করে তার ওপর ভিত্তি করে বসতিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. খামার বসতি: কোনো একটি কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক পরিবার মিলে যে বসতি গড়ে তোলে তাকে খামার বসতি বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়।

২. পাড়া: সাধারণত অল্প কয়েকটি পরিবার মিলে একটি পাড়া গড়ে তোলে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে অনেক পাড়া আছে।

৩. ক্ষুদ্রগ্রাম: কয়েকটি পাড়ার সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্রগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের চরাঞ্চলে (যেমন-চরফ্যাশন, মনপুরা) অনেক ক্ষুদ্রগ্রাম দেখা যায়।

৪. বড় গ্রাম: অনেকগুলো পাড়া নিয়ে একটি বড় গ্রাম গঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে অনেক বড় গ্রাম আছে। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচং বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি
(Rural Settlement of Bangladesh)

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কোনো জনগোষ্ঠী যে বসতি গড়ে তোলে তাকে গ্রামীণ বসতি বলে। অর্থাৎ ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বসতিই হচ্ছে গ্রামীণ বসতি। সহজভাবে বলা চলে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের তৈরি বসতি গ্রামীণ বসতি।

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির ধরনগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

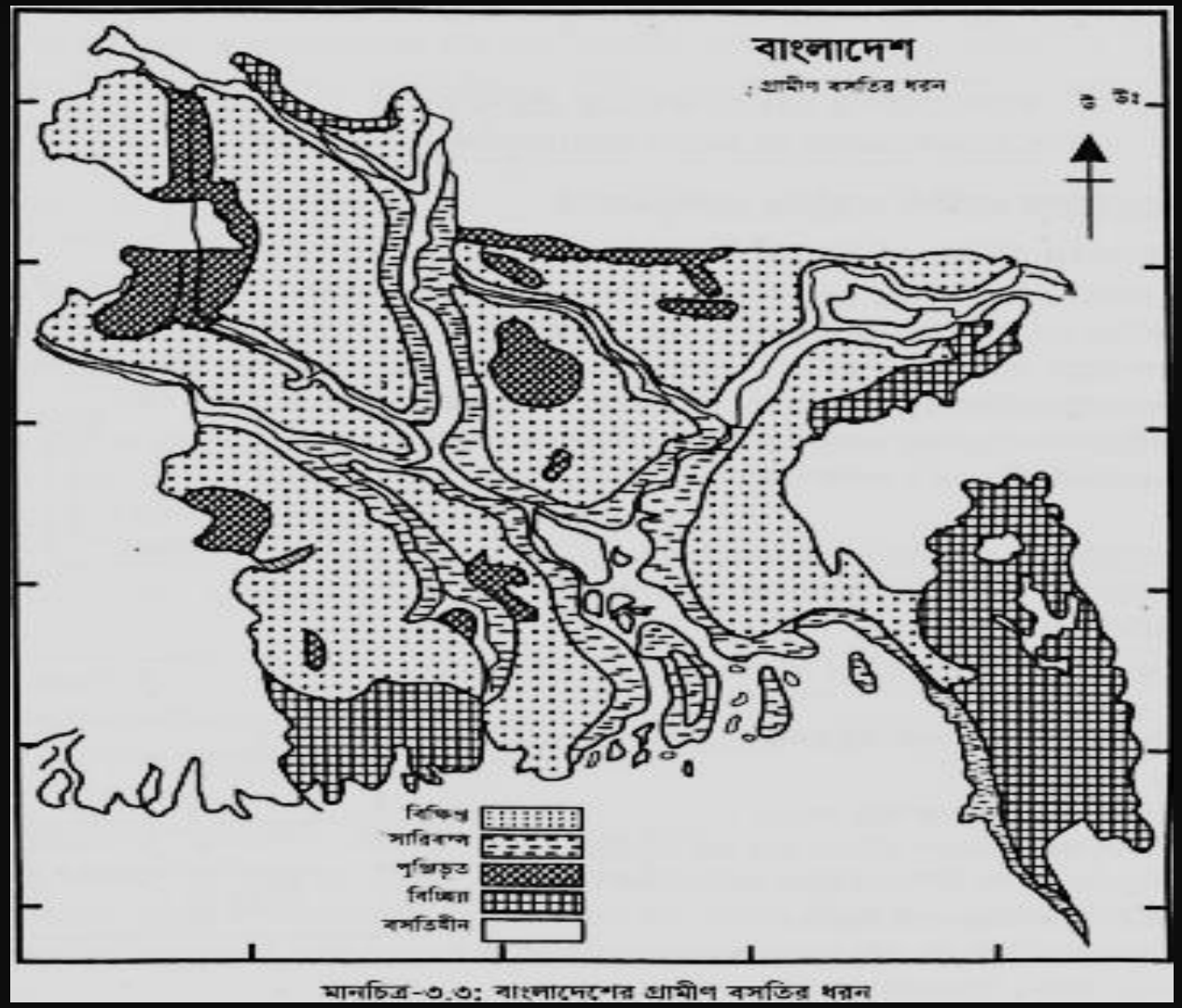

মানচিত্র-৩.৩: বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির ধরন

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি
(Rural Settlement of Bangladesh)

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কোনো জনগোষ্ঠী যে বসতি গড়ে তোলে তাকে গ্রামীণ বসতি বলে। অর্থাৎ ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বসতিই হচ্ছে গ্রামীণ বসতি। সহজভাবে বলা চলে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের তৈরি বসতি গ্রামীণ বসতি।

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই গ্রামীণ বসতি সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির ধরনগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

সাধারণভাবে প্রাথমিক উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল কোনো জনগোষ্ঠীর বসতিকে গ্রামীণ বসতি বলা হয়। এ ধরনের বসতির অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিকাজ, পশুপালন, মাছ শিকার, বৃক্ষ কর্তন প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত থাকে। বাংলাদেশে ৬০.৩% লোক গ্রামে বাস করে (সূত্র: UN Population Division's World Urbanization Prospects: 2022)। নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

১. পল্লী বসতি: অতি ক্ষুদ্রাকার জনবসতিকে পল্লীবসতি বলে। প্রধানত ৩ হতে ৫টি বাড়ি নিয়ে এই বসতি 'গঠিত।

বৈশিষ্ট্য:

১. অধিবাসীদের জীবনযাত্রা খুবই নিম্নমানের।

২. বাড়িগুলো স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ অর্থাৎ মাটি বা চাটাই দ্বারা তৈরি।

অবস্থান: বাংলাদেশের পাহাড়িয়া ও চর অঞ্চলে এ শ্রেণির বসতি দেখা যায়।

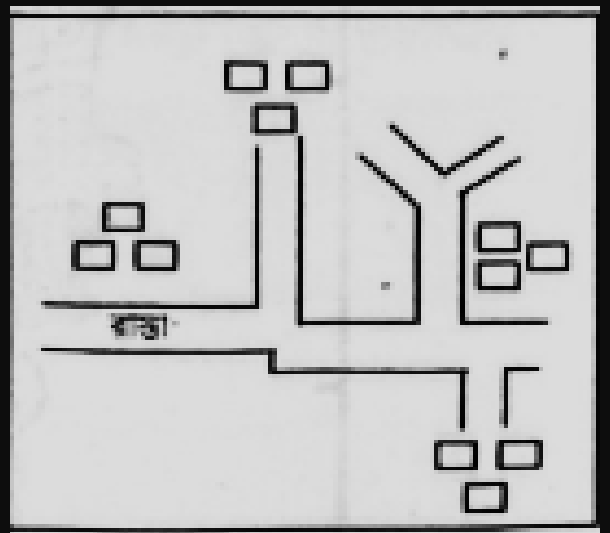

চিত্র-৩.৪: পল্লী বসতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

২. গ্রাম্য বসতি: অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পল্লীবসতিকে গ্রাম্য বসতি বলে।

বৈশিষ্ট্য:

১. এতে অধিক সংখ্যক বাড়ি থাকে।

২. এ বসতির অধিকাংশ বাড়িঘর বাঁশ, ছন বা মাটির তৈরি।

৩. মাঝে মাঝে ইট বা টিনের তৈরি বাড়িও দেখা যায়।

৪. এটি পল্লীবসতির চেয়ে উন্নত।

অবস্থান: বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এ শ্রেণির বসতি দেখা যায়। যেমন: শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী আগুয়ান্দী গ্রাম।

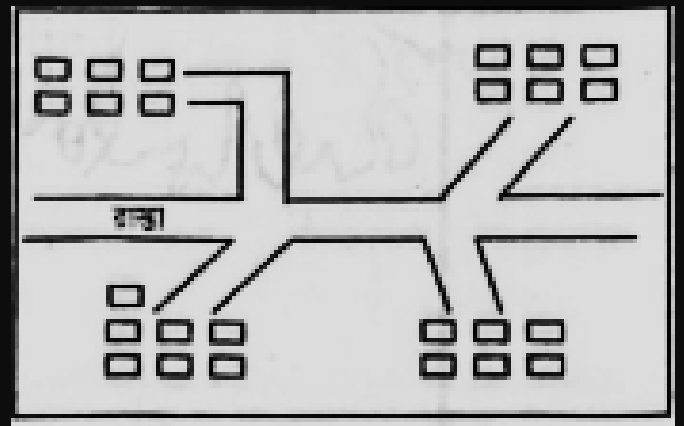

চিত্র-৩.৫: গ্রাম্য বসতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের এই গ্রামীণ বসতিকে অবস্থানের প্রেক্ষিতে ও বাসগৃহের পরস্পরের ব্যবধানের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. বিক্ষিপ্ত বসতি: বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে এমন একটি বসতিকে বোঝানো হয় যেখানে দুই বা তিনটি ঘরের অবস্থান থাকে যা এক বা দুইটি পরিবারের ৫/৭ জনের আবাসস্থল।

বৈশিষ্ট্য:

১. কৃষি জমির মাঝখানে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

২. এ ধরনের বসতিতে দুই থেকে চারটি বাড়ি থাকতে পারে।

৩. পরিবারের আকার বাড়ার কারণে দেশে বিক্ষিপ্ত বসতির সংখ্যা বাড়ছে।

অবস্থান: বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির প্রায় সব জায়গায় বিক্ষিপ্ত বসতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, নোয়াখালী ও বরিশাল অঞ্চলে এ ধরনের বসতি অধিক। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও ধলেশ্বরী প্লাবন ভূমি এবং সিলেটের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এ বসতি দেখা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

২. নিবিড় বসতি (পুঞ্জিভূত বসতি): কোনো বিশেষ সুবিধার জন্য যখন কোনো স্থানে অনেকগুলো বাড়ি একত্রে অবস্থান করে তখন তাকে নিবিড় বসতি বলে।

বৈশিষ্ট্য:

১. উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা যায়।

২. বসতিগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে।

৩. শিক্ষার হার ও পরিবহন ব্যবস্থা ভালো।

৪. এ ধরনের বসতিতে সমবায় কৃষি পদ্ধতি দেখা যায়।

৫. ২০০-৪০০ পরিবার একসাথে বাস করে।

অবস্থান: সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চল। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা শান্তি বাহিনীর ভয়ে এ ধরনের বসতি গড়ে তুলেছিল যা এখনও টিকে রয়েছে। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং মধুপুরে এ ধরনের বসতি দেখা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

৩. সারিবদ্ধ বসতি: যে বসতিগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সারি (Line) সৃষ্টি করে তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। এ ধরনের বসতি কখনও কখনও ৫/৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। একে রৈখিক বসতিও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

১. এ ধরনের বসতি দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়ে ওঠে।

২. সেবা সুবিধা (বাজার, শিক্ষা) সুবিধাজনকভাবে গড়ে তোলা যায় না।

৩. অধিবাসীদের সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলা কঠিন হয়।

অবস্থান: বাংলাদেশের ছোট বড় সব নদীর তীরে এবং রেললাইন ও রাস্তার পাশে প্রধানত এ বসতি দেখা যায়। মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের নদীসমূহ খুব একটা সক্রিয় নয়। তাই নদীর দুই পাড়েই সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়। সিলেটের চা বাগান অঞ্চলে ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির অন্যান্য ধরন: গ্রামীণ বসতি আকৃতি, বিন্যাস, অবস্থান অনুসারে নানা ধরনের হতে পারে। আবার একই সাথে দুটি ভিন্ন ধরনের, যেমন চৌমাথা বসতি এবং পুঞ্জিভূত হতে পারে, আবার বিক্ষিপ্ত ও দণ্ডপ্রকৃতি হতে পারে। এক্ষেত্রে বসতিটি কী ধরনের তা বাস্তব অবস্থা বা ভভূদৃশ্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে সাধারণত বাসগৃহের বিন্যাস অনুসারে গ্রামীণ বসতির ধরন নির্দিষ্ট করা হয়, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে বসতির অন্যান্য ধরনও উল্লেখ করা যায়। যেমন- গোলাকার গ্রামীণ বসতি। যদিও শুষ্ক অঞ্চলের কোনো ঝরণা বা হ্রদ বা অন্য কোনো আকর্ষণীয় স্থানের চারপাশে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে গোলাকার বসতি বলা হয়। আবার ধর্মীয় উপাসনালয়কে ঘিরে অনেক সময় এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে বিল ও ডোবা এলাকায় গোলাকার বসতির প্রাধান্য দেখা যায়। বাংলাদেশের দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনার ডাকাতিয়া বিল ও রাজশাহীর চলন বিলে এ ধরনের বসতি দেখা যায়। এছাড়া আমাদের দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের (পার্বত্য চট্টগ্রামে) ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতার কারণে বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পের অনগ্রসরতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি বাংলাদেশে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এছাড়া ব-দ্বীপ গঠিত প্লাবন সমভূমি, পাহাড় ও উচ্চভূমির অবস্থান, নদ-নদীর আধিক্য ও হাওড়-বাওড় ইত্যাদির উপস্থিতি এদেশের গ্রামীণ বসতির গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ

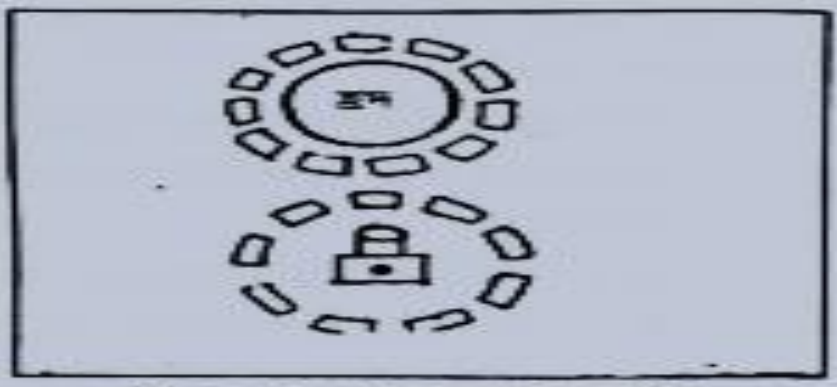

চিত্র-৩.৭: গোলাকার বসতি

চিত্র-৩.৮: বিচ্ছিন্ন জনবসতি

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য

যে বসতির অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক বা কৃষিনির্ভর কর্মকাণ্ডকে জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয় তাকে গ্রামীণ বসতি বলে। তাই কিছু কিছু বিষয়ের দিক দিয়ে এ বসতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলাদেশে গ্রামীণ বসতির সংখ্যাই বেশি। তাই বাংলাদেশের বসতি সম্পর্কে জানতে হলে এদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা জরুরি।

নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো-

চিত্র-৩.৯: বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতি

i. এ বসতি অনেক বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থিত;
ii. কৃষি এখানকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা;
iii. এই বসতির সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই;
iv. এ বসতিতে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি;
v. বসতির অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা বেশি থাকে;
vi. এ বসতির যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত;
vii. অধিকাংশ মানুষ স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত;
viii. অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়;
ix. এখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিনোদন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে

বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য

X.পর্যাপ্ত চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই;
xi. বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের হার বেশি;
xii. নানাবিধ কুসংস্কার প্রচলিত;
xiii. ঘরবাড়ির নির্মাণ উপকরণ প্রধানত মাটি, খড়, টিন, ইট, ছন, গোলপাতা, বাঁশ প্রভৃতি;
xiv. কেন্দ্রীয়ভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই; এবং
xv. বসতিগুলো নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। যেমন- গাছ-পালা, মাটি, নদী ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৬ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

মানুষ সমাজে বাস করে। পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে ওঠে। একজন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার সব উপকরণ নিজেই উৎপাদন বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কোনো এক বা একাধিক উপকরণ হয়তো সে বাড়তি উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজের উদ্বৃত্ত পণ্য অন্যের সাথে বিনিময় করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। উদ্বৃত্ত পণ্য ও সেবার এই বিনিময় প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে গ্রামীণ হাট-বাজার।

হাট মূলত গ্রামেই গড়ে ওঠে। গ্রামীণ জীবনযাত্রায় এর ভূমিকা অসামান্য। শহরে পাড়ায় পাড়ায় বা মহল্লায় মহল্লায় পর্যাপ্ত দোকান-পাট থাকার কারণে পৃথক হাটের কোনো গুরুত্ব নেই। তাই শহরে হাট দেখা যায় না বললেই চলে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

হাট-এর সংজ্ঞা (Definition of Hut)

হাট বলতে সাধারণ অর্থে আমরা এমন একটি স্থানকে বুঝি যেখানে পণ্য সামগ্রী বেচাকেনা হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে এমন একটি নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে কিছু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয় এবং পণ্যের বিনিময় করে। অর্থাৎ, নিয়মিত বিরতিতে গ্রামে যে বাজার বসে তাই হাট। ('A market, especially one held on a regular basis in a rural area.' - Oxford Dictionary) |

গ্রামের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা ও উদ্বৃত্ত পণ্য সাধারণত কম হওয়ার কারণে হাট প্রতিদিন বসে না। সাধারণত সপ্তাহের একটি বা দুটি নির্দিষ্ট দিনে হাট বসে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা এতেই মিটে যায়। সপ্তাহের অন্যান্য সময় এ স্থান তাই ফাঁকা থাকে।

চিত্র-৩.১০: গ্রামীণ হাট-বাজার

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

গ্রামীণ হাটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Rural Hut)

গ্রামীণ জীবনযাত্রায় হাট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের সব গ্রামে হাট না বসলেও অধিকাংশ বড় গ্রামে হাট বসে।

গ্রামীণ হাটের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন-

i. গ্রামীণ হাট সাধারণত সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক বা দুইদিন বসে। সপ্তাহের অন্যান্য দিন এ স্থান ফাঁকা থাকে।

ii. পরস্পর নিকটবর্তী হাটসমূহে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য একধরনের সমঝোতার মাধ্যমে হাট বসার দিন-ক্ষণ নির্ধারিত হয়। অনিয়মিত বিক্রেতারা হাটের কোনো উন্মুক্ত স্থানে তাদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

iii. অপেক্ষাকৃত সমতল ও বন্যামুক্ত জমিতে হাট গড়ে ওঠে, যাতে লোকজনের যাতায়াত ও পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো সমস্যা না হয়।

iv. পণ্য-দ্রব্য নেওয়া এবং ক্রেতা-বিক্রেতার যাতায়াতের সুবিধাকে মাথায় রেখে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় হাট গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

V. বিক্রেতারা অনেক দূরদূরান্ত থেকে এলেও ক্রেতারা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসে।

vi. সাধারণত বিক্রেতার জন্য অস্থায়ী ছাউনী থাকে। তবে বর্তমান সময়ে অনেক বড় হাটে স্থায়ী দোকান ও গুদামঘর দেখতে পাওয়া যায়।

vii. নির্বাচনী প্রচারণা বা সরকারি-বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণায় গ্রামীণ হাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

viii. গ্রামীণ জীবনের মিলনমেলা হিসেবেও হাট কাজ করে থাকে।

ix. গ্রামীণ পটভূমিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাটের যোগসূত্র থাকায় স্থানীয় প্রশাসনিক অবকাঠামোর আশপাশে হাট গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

গ্রামীণ হাটের প্রকারভেদ (Classification of Rural Hut)

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, গ্রামীণ হাট সাধারণত সপ্তাহের এক বা দুইদিন বসে। তবে গ্রামীণ মানুষের চাহিদা এবং পচনশীল পণ্যের সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করে কোথাও কোথাও পণ্যের এই ক্রয়-বিক্রয় সপ্তাহের প্রতিদিন হয়। মূলত সপ্তাহে কতদিন পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তার ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ হাটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. সাপ্তাহিক হাট; ও খ. প্রাত্যহিক বাজার।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

ক. সাপ্তাহিক হাট: যে সমস্ত গ্রামীণ হাট সপ্তাহে মাত্র একদিন অথবা সর্বোচ্চ দুইদিন বসে তাকে সাপ্তাহিক হাট বলে। সাপ্তাহিক হাট সাধারণত দুপুর থেকে বসতে শুরু করে এবং অনেক রাত পর্যন্ত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় চলে। তবে দুপুর দুইটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বাধিক লোকের সমাগম ঘটে। বাংলাদেশে সপ্তাহে দুইদিন বসে এমন হাটের সংখ্যা বেশি এবং এগুলো আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য: সাপ্তাহিক হাটের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

i. সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক বা দুই দিন বসে;

ii. স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, এমন স্থানে এ হাট গড়ে ওঠে;

iii. আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে;

iv. পাইকারি ও খুচরা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়;

v. অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকের সমাগম হয়; এবং

vi. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সাথে এ হাট সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

খ. প্রাত্যহিক বাজার: কোনো গ্রামীণ রাস্তার পাশে অথবা বড় কোনো বৃক্ষের নিচে অথবা কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন সপ্তাহের প্রতিদিন সীমিত পরিসরে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে প্রাত্যহিক বাজার বলে। অল্প সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতি থাকে বলে এই ধরনের বাজার আকারে ছোট হয়। গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যই বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এখানে বিক্রেতাদের কোনো নির্ধারিত বা স্থায়ী দোকান নাও থাকতে পারে।

বৈশিষ্ট্য: প্রাত্যহিক বাজারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

i. গ্রামীণ রাস্তার পাশে গড়ে ওঠে;

ii. গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার কথা মাথায় রেখে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়;

iii. প্রধানত পচনশীল পণ্যদ্রব্য (যেমন- মাছ, শাকসবজি প্রভৃতি) কেনাবেচা হয়;

iv. কোনো স্থায়ী দোকান ঘর থাকে না। এমনকি অনেক দোকানে কোনো ছাউনিও থাকে না;

v. সাধারণত সকালে শুরু হয় এবং দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়; এবং

vi. মহাসড়কের পাশে যে সমস্ত বাজার অবস্থিত সেই সমস্ত বাজার যাত্রীদের চাহিদার কারণে অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

গ্রামীণ হাটের গুরুত্ব (Importance of Rural Hut)

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এখানে যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন ভালো থাকে না। গ্রামীণ সমাজে চাইলেই প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ হাট মানুষের সব ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে থাকে। গ্রামীণ পরিসরে হাটের ব্যাপক ভূমিকার কারণে এর গুরুত্ব কয়েকটি শিরোনামে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

১. কেন্দ্রীয় সেবা: পণ্যদ্রব্য আনা নেওয়ার সুবিধার জন্য গ্রামের মধ্যে কোনো কেন্দ্রীয় জায়গা হাটের জন্য নির্ধারিত হয়। এর ফলে একটি হাটের সুবিধা পার্শ্ববর্তী ৪/৫ টি গ্রামের লোকজন পেয়ে থাকে।

২. নিত্য ব্যবহার্য পণ্য ক্রয়-বিক্রয়: গ্রামের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে না বলে নিজেদের উদ্বৃত্ত ও প্রয়োজনীয় যেকোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য হাট একমাত্র স্থান। এক হাটে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে না পারলে তাকে পরবর্তী হাটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ কারণে গ্রামে হাট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৩. পণ্যের প্রসার; গ্রামীণ হাটের মাধ্যমেই কৃষকের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য শহরাঞ্চলসহ সমগ্র দেশের মানুষের কাছে পৌছায়। কোনো অঞ্চলে কোনো পণ্যদ্রব্যের বা শাকসবজির ঘাটতি দেখা দিলে তা উদ্বৃত্ত অঞ্চলের হাট থেকে নিয়ে প্রয়োজন মেটানো হয়। এভাবে কৃষি পণ্যের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে গ্রামীণ হাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. অর্থনৈতিক গুরুত্ব: গ্রামে বসবাসকারী মানুষ তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী গ্রামীণ হাটের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। এভাবে অর্জিত অর্থের সাহায্যে তারা তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ ক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাটের গুরুত্ব খুব বেশি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজার

৫. প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎস: এমন কিছু পণ্য-সামগ্রী আছে যেগুলো স্থানীয়ভাবে গ্রামে উৎপাদিত হয় না; যেমন-লবণ, কাপড়, শাড়ি, ওষুধ, অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল, বাতি, দিয়াশলাই প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পেতে গ্রামের মানুষদেরকে হাটের উপর নির্ভর করতেই হয়।

৬. নানাবিধ কর্মকান্ডের কেন্দ্র: গ্রামীণ হাটে মানুষ কেবল পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে যায় না। বিশেষ কারো সাথে দেখা বা যোগাযোগ করা, জমিজমা সংক্রান্ত কাজ অথবা রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ প্রভৃতি কারণেও তাদের কাছে হাট অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৭. সামাজিক/সাংস্কৃতিক গুরুত্ব: গ্রামীণ হাটে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। এতে কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে নতুন নতুন কৌশল এবং কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা, সমাধান ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এতে জ্ঞানের বিনিময় ঘটে। অনেক বিবাদের মীমাংসা হাটে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এখানে যে চায়ের দোকান থাকে সেখানে বন্ধু বান্ধব, সঙ্গী সাথীদের সাথে গল্পগুজব ও আড্ডা জমে ওঠে। মাঝে মধ্যে হাটে সার্কাস, ম্যাজিক শো, যাত্রাপালা প্রভৃতির আসর বসে। এগুলো গ্রামের মানুষের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের নগরায়ণের ইতিহাস (History of Urbanization in Bangladesh)

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ হলেও এদেশে নগরায়ণের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, এদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়ে পুণ্ড নামক নগর ছিল। মুঘল আমলে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ-এ বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়। এখানকার পানামা নগর-এ আধুনিক নগর ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ১৬১০ সালে ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল এবং বাংলার রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলার প্রথম জেলা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যশোর শহর এর পত্তন ঘটে।

পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের দেশে সতেরোটি বৃহত্তর জেলাসহ নব্বইটির মতো শহর ছিল। নগর জনসংখ্যার হার ছিল ১০% এর নিচে। স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষ করে গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকের পর থেকে নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার হার যেমন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে নগরের সংখ্যাও। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০০ এর বেশি নগর রয়েছে এবং নগর জনসংখ্যার হার দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৬৬% (সূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২)।

বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বা নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান হারে নগরায়ণ হচ্ছে। দেশের সব জেলা সদর তো বটেই প্রায় সকল উপজেলা সদর এমন কি অনেক বড় বড় গঞ্জ বা হাটও আজ শহরে পরিণত হচ্ছে। মানুষ কৃষি পেশা পরিত্যাগ করে অকৃষি পেশা গ্রহণ করছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। তবে অতি দ্রুত নগরায়ণ হওয়ার ফলে কোথাও পরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে তোলা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Urbanization in Bangladesh)

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে অঞ্চল থেকে তৃতীয় পর্যায়ের অঞ্চলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলে। বাংলাদেশের নগরায়ণের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষিত আলোচনা করা যায়। যথা-

অপরিকল্পিত নগরায়ণ: বাংলাদেশে নগর প্রতিষ্ঠায় কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসনের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে এবং মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে যত্রতত্র নগর গড়ে উঠছে। ফলে পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ আবর্জনা নিষ্কাশনসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

নগর জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি: গত ত্রিশ বছরে নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার বেড়েছে কয়েকগুণ। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে যেখানে ২% এর নিচে সেখানে বড় শহরগুলোতে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১০% এর বেশি। শহরে নাগরিক সুবিধা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় গ্রাম থেকে মানুষ শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে থেকে যাচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শহরের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ভেঙে পড়ছে।

বাংলাদেশের নগরায়ণের ধারা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

সকল কর্মক্ষেত্র নগরকেন্দ্রিক: বাংলাদেশের সমস্যা হলো, নগর ও গ্রাম জীবনের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য অনেক বেশি। এদেশের বড় বড় অফিস-আদালত, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি অনেক ছোট-বড় কারখানাও শহরকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে।

যত্রতত্র নগর প্রতিষ্ঠা: কোনো স্থান বা বসতি নগর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সব সময় তা মানা হয় না। অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে এমন সব বসতিকে নগর হিসেবে (পৌরসভা) ঘোষণা করা হয়, যা নগর হওয়ার উপযুক্ত হয়নি। ফলে সেই সমস্ত নগরে জীবনযাত্রার মান কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌছায় না।

পেশার পরিবর্তন ও নগরায়ণ: বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত নব প্রজন্ম পিতৃপুরুষের কৃষি পেশায় ফিরে যেতে চাইছে না। ফলে কাজের সুবিধার্থে তারা শহরে বসতি গড়তে চাচ্ছে। শুরু হচ্ছে নতুন করে নগরায়ণ প্রক্রিয়া।

নগরকেন্দ্রিক মানসিকতা: আমাদের মানসিকতা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, আমরা যা কিছু ভালো ও উন্নত তার সবকিছুই নগরকেন্দ্রিক করে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, শপিংমল, বিনোদন কেন্দ্র সবকিছুই নগরকেন্দ্রিক হতে হবে। এই মানসিকতা ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের অন্যতম কারণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রাম ভিত্তিক। তাই বাংলাদেশে নগর ব্যবস্থা খুব বেশি উন্নত হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা ছিল ১০ শতাংশেরও কম। অবশ্য স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশক থেকে এদেশে নগর জনসংখ্যা নানাবিধ কারণে নাটকীয় হারে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে নগরের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে নগর জনসংখ্যার হার। এ কারণে নগরায়ণ বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

নগর-এর সংজ্ঞা (Definition of Urban Area)

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে নগর বা নগরায়ণ বলতে আমরা কী বুঝি? নগর ও নগরায়ণ এক জিনিস নয়। সাধারণভাবে কোনো একটি জায়গায় উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে এ ধরনের বসতিকে নগর বলে। তবে নগর হিসেবে বিবেচনার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য পরিমাপক সংজ্ঞা আছে। সেটি হচ্ছে- কোনো এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী যদি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে এবং সে এলাকা পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসন ব্যবস্থা থাকে, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকি.মি, এ ৫০০ জন এর বেশি হয়, তবে সেই এলাকাকে বা সেই বসতিকে নগর বলে।"

বাংলাদেশের নগর: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

নগরের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Urban Area)

একটি জনবসতি নগর হিসাবে পরিগণিত হবে কিনা অর্থাৎ সেই বসতিকে নগর বলা যায় কিনা তা নির্ভর করে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের উপর। নগরের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

i. অধিকাংশ অধিবাসী (৭০% এর বেশি) অকৃষিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত; ii. জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কি.মি. এ ৫০০ বা এর বেশি; iii. মোট অধিবাসীর সংখ্যা কমপক্ষে ৫,০০০ জন; iv. নগর পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা থাকবে; v. কেন্দ্রীয়ভাবে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকে; vi. উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে; vii. অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট পাকা থাকে; viii. পর্যাপ্ত শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থাকে; ix. নাগরিকদের বিনোদনের উত্তম ব্যবস্থা থাকে; x. নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় হার অপেক্ষা বেশি থাকে।

উপরের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোনো বসতির মধ্যে দেখা যায়, তবে তাকে নগর বলে গণ্য করা হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে ৫০০ এর বেশি ছোট বড় শহর আছে। কিন্তু সব শহর সমান বড় বা সুবিধাসম্পন্ন নয়। কোনো শহরে জনসংখ্যা কত তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নগরসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

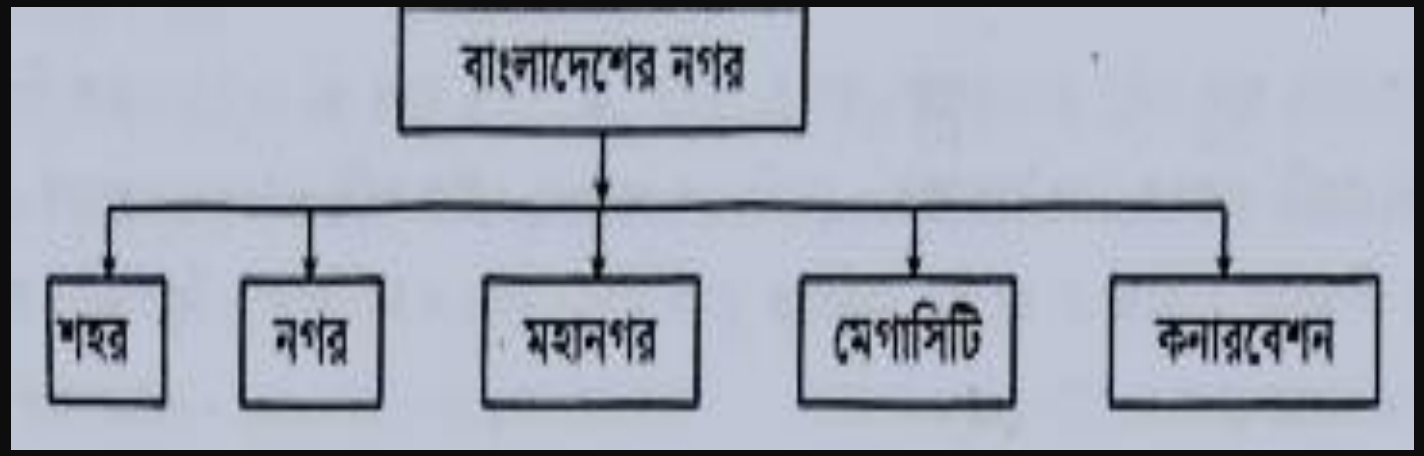

বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ

ক. শহর (Town): কোনো বসতিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমপক্ষে ৫০০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.) হলে এবং মোট অধিবাসীদের বেশির ভাগ বা ৯০% এর বেশি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত থাকলে এবং মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষের কম হলে সেই বসতিকে শহর বলে। শহর গ্রাম অপেক্ষা বড়। সাধারণত বড় কোনো গঞ্জ বা নদীবন্দর বা হাট কালক্রমে শহরে পরিণত হয়। শহরে প্রশাসনিক ভবন, বিভিন্ন অফিস আদালত, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। বাংলাদেশের সকল পৌরসভাকে শহর হিসেবে ধরা যায়।

খ. নগর (City): শহর অপেক্ষা নগরের আয়তন ও জনসংখ্যা বেশি। এক লক্ষের বেশি লোকের আবাসস্থলবিশিষ্ট শহরকে নগর বলে। বাংলাদেশের সকল পুরাতন জেলাশহর (যেমন- যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি) এবং অনেক নতুন জেলা শহর (নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি) নগর হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলাদেশের নগরের প্রকারভেদ

গ. মহানগর (Metropolis): যে নগরে জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি তাকে মহানগর বলে। মহানগরের আয়তন, প্রভাবাধীন এলাকা, কর্মক্ষেত্র এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা নগর অপেক্ষা অনেক বেশি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি বিভাগীয় শহর মহানগরী হিসেবে পরিচিত। মহানগরের জীবনযাত্রার মান অনেক বেশি উন্নত।

ঘ. মেগাসিটি (Mega City): কোনো নগরের জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের বেশি হলে তাকে মেগাসিটি বলে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি মেগাসিটি। সবদিক দিয়ে মেগাসিটি অন্যান্য নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঙ. কনারবেশন (Conerbation): পাশাপাশি দুটি মহানগরী আয়তনে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পরস্পর যুক্ত হলে তাকে কনারবেশন বা নগরপুঞ্জ বলে। বাংলাদেশে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ উভয় নগর সম্প্রসারিত হয়ে কনারবেশন সৃষ্টি করেছে। তবে লক্ষণীয় যে, কনারবেশনে উভয় নগরীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পৃথক হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ১০ বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। উন্নত দেশের ন্যায় আমাদের দেশে পরিকল্পিত নগর তেমন দেখা যায় না। আমাদের দেশে প্রায় ৫০০ ছোট বড় শহর আছে। এই সমস্ত শহরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগা বা প্রধান নগরসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ঢাকা: ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এবং প্রধান ও বৃহত্তম শহর। ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা প্রায় ১৯ মিলিয়ন। জনসংখ্যার বিচারে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শহর। ঢাকা শহরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিশুপার্ক, শপিংমল, বিনোদন কেন্দ্রসহ অনেক প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে।

ময়মনসিংহ: বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন শহর। এটি ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ময়মনসিংহ শহরে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেনানিবাস, গার্লস ক্যাডেট কলেজ আছে। বর্তমানে এটি বিভাগীয় শহর।

টাঙ্গাইল: শাড়ির জন্য বিখ্যাত টাঙ্গাইল শহর। এখানে প্রাচীন জমিদার বাড়ি এবং একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

ফরিদপুর: পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত অন্যতম বৃহৎ শহর। এখানে একটি মেডিকেল কলেজ আছে।
নারায়ণগঞ্জ: শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত দেশের অন্যতম প্রধান বন্দর। এটি এক সময় পাটশিল্পের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে শহরটিতে অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। দেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত।
নরসিংদী: ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত নরসিংদী মূলত বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই শহরে অনেক পোশাক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। শহরের সন্নিকটে অবস্থিত বাবুরহাট দেশের অন্যতম প্রধান বস্ত্র বাণিজ্য কেন্দ্র।
চট্টগ্রাম: কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় প্রধান নগর এবং প্রধান ও বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। এটি একটি প্রাচীন শহর এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। এই শহরে শিল্পকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, সমুদ্রবন্দর, সমুদ্র সৈকত, বিমানবন্দর প্রভৃতি আছে। পাহাড় ও সাগরের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপূর্ব।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

নোয়াখালি: বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত জেলাশহর। যদিও নদী-ভাঙনে বর্তমান জেলাশহর মাইজদিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

কুমিল্লা: গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত কুমিল্লা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শহর। সম্প্রতি শহরটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। শহরে সেনানিবাস, শিক্ষা বোর্ড, ক্যাডেট কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক দর্শনীয় স্থাপনা রয়েছে।

সিলেট: সিলেট শহর সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। সুপ্রাচীন এই শহরকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয়। ইতিহাসখ্যাত মুসলিম সাধক হযরত শাহজালাল (রহ:) এর মাজার এই শহরে অবস্থিত। এছাড়া চা শিল্পের জন্য এই শহরের পৃথক খ্যাতি আছে। নয়নাভিরাম চা বাগান, ক্যাডেট কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিমানবন্দর প্রভৃতি এই শহরকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজশাহী: বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম শহর রাজশাহী। এটি পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিভাগীয় শহর। এক সময় শিক্ষা নগরী হিসাবে রাজশাহীর খ্যাতি ছিল। রেশম শহর হিসাবেও এটি বিখ্যাত। এই শহরে বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রভৃতি অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

রংপুর: তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত অন্যতম প্রধান শহর। সম্প্রতি শহরটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়েছে। এটি একটি বিভাগীয় শহর। রংপুর তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

বগুড়া: উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ শহর। শহরের অদূরে মহাস্থান নামক স্থানে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। শহরে একটি মেডিকেল কলেজ আছে।

দিনাজপুর: এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান শহর। শহরে একটি মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রামসাগর ও কান্তজীর মন্দির নামক দুটি দর্শনীয় জায়গা আছে।

খুলনা: বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগর খুলনা একটি বিভাগীয় শহর। এটি রূপসা ও ভৈরব নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত। এক সময় খুলনা শিল্প নগরী হিসাবে খ্যাত ছিল। বর্তমানে শহরে বেশ কিছু শিল্প কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে।

বাংলাদেশের প্রধান নগরসমূহ

যশোর: বাংলাদেশের প্রাচীনতম জেলাশহর যশোর। যশোর ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। বেনাপোল স্থলবন্দরের অবস্থান যশোর এর গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিমানবন্দর ও শিক্ষাবোর্ড আছে।

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া শহর গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহর এক সময় বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। শহরে একটি মেডিকেল কলেজ ছাড়াও শহরের অদূরে রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়ি, লালনের আখড়া প্রভৃতি দর্শনীয় জায়গা এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

বরিশাল: বরিশাল বাংলাদেশের পঞ্চম বিভাগীয় শহর। এটি কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। বরিশাল একটি প্রাচীন শহর। শহরটিতে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবোর্ড, মেডিকেল কলেজ, বৃহৎ নদী বন্দর প্রভৃতি স্থাপনা আছে।

পাবনা: দেশের অন্যতম প্রাচীন জেলা শহর। এখানে ক্যাডেট কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এদেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল পাবনার হেমায়েতপুরে অবস্থিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ১১ নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

বাংলাদেশের নগরগুলো মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত। দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরের মধ্যে ঢাকা হলো মহানগর (Megacity); চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী হলো স্ট্যাটিসটিক্যাল মেট্রোপলিটন এলাকা (এসএমএ) এবং বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে বিবেচিত (২০২২ সাল এর জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুসারে)। মেট্রোপলিটন এলাকা হলো কয়েকটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার সমষ্টি। স্বাভাবিকভাবে এসব ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যা আছে। ঢাকা মহানগরীতেই মোট এরূপ অঞ্চলের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। সুতরাং এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দিন দিন এদেশে নগরের সমস্যাগুলিও প্রকট আকার ধারণ করছে।

নগরগুলিতে আবাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পরিবহন, পরিবেশ (পানি, বায়ু, শব্দ) দূষণ, বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাষন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পানি সরবরাহ, বিনোদন ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যা এই সমস্ত নগরগুলোতে যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নরূপ:

নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

১. আবাসন সমস্যা: মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা নগরে গমন করার ফলে যত্রতত্র আবাস গড়ে উঠছে। এতে অনেক কৃষি জমি বিনষ্ট হচ্ছে। ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এখানে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য যে স্থাপনাগুলি গড়ে উঠেছে, সে তুলনায় আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ভূমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় বহুতল ভবন নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। শহরে মাত্র ১৫.৭২ শতাংশ বাড়ি সম্পূর্ণ পাকা এবং ৭৬ শতাংশ বাড়িই কাঁচা ধরনের। এখানকার দরিদ্র মানুষ ৫০-৬০ বর্গফুটের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়। ফলে সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন। আমাদের দেশের নগর এলাকায় ৭০-৮০ ভাগ লোক দরিদ্র, যারা বস্তি এলাকায় বাস করে। অর্থাৎ দ্রুত নগরীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি আবাসন সমস্যা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নিম্ন আয়, বেকারত্ব, গৃহনির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পতা ও উচ্চমূল্য, ভূমির স্বল্পতা, অপরিকল্পিত আবাসনে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে সমস্যা ইত্যাদি গৃহায়ণ সমস্যার মূল কারন।

২. বস্তি ও ভাসমান জন সমস্যা: গ্রামে কর্মসংস্থানসহ ভূমিহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙনসহ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত মানুষ নগরের দিকে ধাবমান হয়। ফলে নগরে ভাসমান জনসংখ্যা গড়ে তোলে বস্তি। বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষই গৃহহীন। আর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যে দেখা গেছে বাংলাদেশে মোট নগরীর জনসংখ্যার ২৫ ভাগ বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ফলে নগরজীবন বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়ছে।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা: অতিরিক্ত জনসংখ্যার তুলনায় ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় সবাই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না। প্রচন্ড চাপের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো সেবা দিতে না পারায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারছে না।

৪. চিকিৎসাক্ষেত্রে সমস্যা: বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্যের সাথে নগরীয় স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশে নগরে এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী দরিদ্রতার কারণে প্রায় সবসময়ই অসুস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করে থাকে; প্রায় ৪৪% শিশু মারাত্মক স্বাস্থ্যগত অপুষ্টিতে ভুগছে। শহরে চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ জনসংখ্যার চাপে ভালো সেবা দিতে পারছে না। সরকারি হাসপাতালে লম্বা লাইন পেরিয়ে চিকিৎসকের দেখা পাওয়া মুশকিল। আবার বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৫. যাতায়াত ব্যবস্থা ভঙ্গুর: আমাদের দেশের নগরগুলোতে রাস্তাঘাটের পরিমাণ আনুপাতিক হারে অনেক কম। কোনো শহরের মোট আয়তনের ২৫% রাস্তাঘাট ও উন্মুক্ত জায়গা হিসেবে ব্যবহারের কথা থাকলেও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে তা মাত্র ৭%-৮% এর বেশি ব্যবহার করা যায় না। ফলে অল্প জায়গা দিয়ে অধিক মানুষ ও যানবাহন যাতায়াতের ফলে রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে অল্প জায়গা পার হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ফলে নাগরিকদের মূল্যবান কর্মঘণ্টা অপচয় হয়। পাশাপাশি শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়।

নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

৬. চিত্তবিনোদনের অভাব: বেঁচে থাকার জন্য মানুষের চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নগরগুলোতে যে সমস্ত পার্ক, সিনেমা হল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা আছে, তা তাদের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অধিক মানুষে ভরে যায়। ফলে কারোর পক্ষেই আর ভালোমতো বিনোদিত হওয়া হয় না।

৭. সন্ত্রাস, অপরাধ সংঘটন ও সামাজিক অস্থিরতা: দারিদ্রদ্র্য ও শিক্ষার অভাব হেতু এদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো প্রায়ই প্রকট আকার ধারণ করে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, হতাশা, থেকে মাদকাসক্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। উপরন্তু আইনের শাসনের অভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বে দুর্বলতা প্রভৃতি সমাজের একটি শ্রেণিকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয়। এদেশের নগরগুলোতে কিশোর অপরাধ চক্র মূলত এরই ফল।

৮. বিভিন্ন ধরনের দূষণসহ পরিবেশগত সমস্যা: নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন: বায়ু, পানি, মাটি দূষিত হয়। এছাড়াও রয়েছে শব্দ দূষণ, বিশেষ করে যানবাহনের হর্নের শব্দ। এসব কারণে নগরগুলিতে মানুষ নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে থাকে। শ্বাসকর্য, মাথাব্যথা নগরীয় মানুষের জীবনে এতটাই ব্যাপক যে, তা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা ও সমাধান

নগরে অতিরিক্ত জনসংখ্যা আগমনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. গ্রামে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি: দেশের সর্বত্র কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। শিল্প কারখানা, অফিস আদালত প্রভৃতি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামেও সস্থাপন করতে হবে। এতে কাজের প্রয়োজনে মানুষ শহরমুখী হবে না।

২. শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তরণ: শহরের ন্যায় গ্রামেও পর্যাপ্ত ও ভালোমানের শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৩. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ: সরকারি, আধা সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি অফিসসমূহ গ্রাম পর্যায়ে কমপক্ষে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। ফলে ঘরের কাছে প্রয়োজন মিটলে মানুষ আর শহরমুখী হবে না।

৪. পর্যাপ্ত বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন; নগরসমূহের ওপর চাপ কমাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পার্ক, শিশু পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, সিনেমা হল প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে।

৫. জীবনযাত্রার মানের সমতা বিধান: নগর ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানে বর্তমানে ব্যাপক বৈষম্য আছে। শহরের মতো গ্রামেও পাকা রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জীবনযাত্রার মান একই রকম হলে বা কাছাকাছি হলেও গ্রাম থেকে মানুষ শহরে গমন করে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হবে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ১২ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
ক. বসতি স্থাপন খ. নগর গঠন গ. পেশা নির্বাচন ঘ. সরকার গঠন

২. "স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নির্মিত আবাসস্থলকে বসতি বলা হয়।" সংজ্ঞাটি কার?
ক. স্মিথ খ. জুনস্ গ. গর্ডন ঘ. বুকানন

৩. বাংলাদেশের বিল বা হাওড় অঞ্চলে কোন ধরনের বসতি দেখা যায়?
ক. সারিবদ্ধ খ. শহুরে গ. অনুকেন্দ্রিক ঘ. রৈখিক

৪. প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে কী বলে?
ক. গ্রামীণ অর্থনীতি খ. গ্রামীণ বসতি গ. গ্রামীণ জীবন ঘ. ক্ষুদ্র গ্রাম

৫. পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি গড়ে উঠতে পারে না কেন?
ক. ভূমির বন্ধুরতা খ. পানির প্রাচুর্য গ. যাতায়াতের সুবিধা ঘ. যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল

৬. প্রধানত বাঁশ, মাটি, টিন, খড়, ছন এবং নলখাগড়া দিয়ে তৈরি বসতি কোথায় দেখা যায়?
ক. প্লাবন সমভূমিতে খ. সোপান এলাকায়
গ. পাহাড়ি অঞ্চলে ঘ. সামুদ্রিক অঞ্চলে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. পাহাড়ি ও হাওর অঞ্চলে কোন ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়?

ক. বিক্ষিপ্ত খ. বিচ্ছিন্ন গ. সংঘবদ ঘ. সারিবদ্ধ

৮. ধর্মীয় উপাসনালয়কে ঘিরে অনেক সময় বসতি গড়ে ওঠে, তখন উক্ত বসতিকে কী বলে?

ক. সারিবদ্ধ খ. গোলাকার গ. বৃত্ত ঘ. অনুকেন্দ্রিক

৯. চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে?

ক. কেন্দ্রীভূত খ. অর্ধকেন্দ্রিক গ. পুঞ্জীভূত ঘ. বিক্ষিপ্ত

১০. মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের বসতি কোন ধরনের?

ক. ক্ষণস্থায়ী খ. অস্থায়ী গ. স্থায়ী ঘ. বৃত্ত

১১. আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কোন ধরনের বসতি লক্ষ করা যায়?

ক. সংঘবন্ধ খ. দন্ড গ. বৃত্তাকার ঘ. চৌমাথা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২. 'হাট হচ্ছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতাদের একটি সমাবেশ'- সংজ্ঞাটি কার?

ক. স্মিথ খ. বুকানন গ. আব্দুল বাকী ঘ. ব্রমলি

১৩. গ্রামীণ মানুষের পারিবারিক চাহিদা পূরণকল্পে নির্দিষ্ট দিনে পণ্য বিনিময়ের স্থানকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ক. হাট খ. বাজার গ. শপিংমল ঘ. শিল্পাঞ্চল

১৪. ঐতিহ্যগতভাবে হাট কীসের ভিত্তি?

ক. গ্রামীণ অর্থনীতির খ. গ্রামীণ সমাজের

গ. গ্রামীণ সংস্কৃতির ঘ. গ্রামীণ ব্যবহারের

১৫. গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠার মূল কারণ কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক গ. রাজনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতিক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ভূগোল ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – বসতি

টপিক – ১৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

হাবিব উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য নওগাঁর নিজ গ্রাম ছেড়ে রাঙামাটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। সে তার গ্রাম ও রাঙামাটি অঞ্চলের ঘরবাড়ি, কৃষিকাজ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য খুঁজে পায়, যা দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

[রা. বো, কু. বো., চ. বো., ব. যো. ২০১৮]

ক. নগরায়ণ কাকে বলে?

খ. বসতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে জলবায়ুর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধরনগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হাবিবের গ্রামের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে হাবিবের নিজ এলাকা এবং তার পড়তে আসা অঞ্চলটির বসতি বিন্যাসের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৌমিত্র পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় বসবাস করে। প্রতিদিন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে প্রচুর লোক সৌমিত্রের নগরটিতে প্রবেশ করছে ফলে এ নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বাসস্থানের সংকটসহ নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে।

ক. মেগাসিটি কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশে নগরায়ণের ধারা ব্যাখ্যা করো।

গ. সৌমিত্রের নগরটিতে উল্লিখিত সমস্যাটিসহ আর কী ধরনের সমস্যা হতে পারে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

লাবনী গ্রামে বাস করে। তাদের গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করে এবং গ্রামের বাড়িগুলো কাঁচা ও আধাপাকা। তার বড় ভাই শহরে থাকে। সেখানকার অধিকাংশ লোক অকৃষি পেশায় নিয়োজিত এবং বাড়িঘরের * কাঠামোও অনেক আধুনিক।

ক. গ্রামীণ বসতি কাকে বলে?

খ. কীভাবে গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠেছে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বসতিগুলো গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে লাবনীদের বসতির বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU